Star
e-mail: sports@thedailystar.net
DHAKA TUESDAY MAY 5, 2020, *BAISHAKH 22, 1427 BS*
SPORT

SOCIAL DISTANCING OUT IN NATURE

The coronavirus pandemic has caused all major sporting events to be halted for a while now and athletes, like their fans, were confined indoors. However, in order to get relief from cabin fever, star Australian cricketer Steven Smith and Czech tennis player Petra Kvitova recently embraced the outdoors. Smith took in the sights after running a half-marathon, while two-time Grand Slam winner Kvitova was just grateful to have spent her Sunday close to nature. PHOTO: INSTAGRAM

'I hope cricket begins with DPL'

SPORTS REPORTER

Although the coronavirus pandemic has brought daily life to a virtual standstill, the Bangladesh cricket team's stars are keen to see the return of the Dhaka Premier League (DPL) and identified it as the foremost priority when cricket returns to the country. Mahmudullah Riyad and Tamim Iqbal delved into what the DPL means to them during an Instagram chat on Sunday night.

"I think the DPL taking place is very, very important, not just for the cricketers but everyone involved. From the boys to physios, trainers and coaches and officials, it's for everyone," Mahmudullah told Tamim.

The Bangladesh Cricket Board (BCB) had postponed the second round of the DPL on March 16 in order to stop the spread of the coronavirus before all cricket in the country was postponed indefinitely. That left Tamim worrying about the players who earn their bread and butter in the domestic circuit.

"We have been playing for the last 10-12 years and if the DPL is not held, we have been blessed and can weather this out. However, so many boys will be in huge trouble if the DPL isn't held… [that] is what needs to be realised," Tamim said.

"All I hope is that no matter when cricket begins, it begins with the DPL."

Mahmudullah spoke about what separates the DPL from other competitions.

"The thing is that the Premier League has an essence of its own. There is a different fighting spirit and eagerness. It has a different flavour and I don't think anything else matches it in that regard."

Tamim added that national team players felt a different kind of motivation when facing each other in the DPL.

"The way we compete with each other, that is not seen in any other league. The BPL is a different story but the DPL's intensity is very high."

Mahmudullah echoed those sentiments, saying: "Everyone is so hungry for runs and wickets and so the approach is totally different. It's a totally smash and grab approach."

BCB CEO Nizamuddin Chowdhury told The Daily Star yesterday: "We will follow government directives since health and safety is most important. We are also in talks with other ICC member countries regarding the measures they will employ.

"Once we return to cricket, the DPL will be our highest priority. We want to do this since the DPL is the bread and butter for many cricketers. Our highest priority is to finish the Premier League. Regarding Premier League, we talk regularly with clubs and other stakeholders."

How 1905's 'Originals' forged All Blacks legend

AFP, *Wellington*

An unheralded group of New Zealand rugby players set sail for Europe 115 years ago on a tour that would revolutionise the way the game was played and forge the All Blacks' formidable legacy.

Known in their homeland simply as "The Originals", the team was the first to use the All Blacks name and set the standards for those who followed in the famous black jersey.

In a gruelling tour that kept them away from home for eight months, the team won 34 of their 35 matches in Britain, Ireland, France and the USA.

Along the way, they amassed 243 tries, scoring 976 points and conceding just 59, attracting huge crowds with the novelty of their pre-match haka and free-flowing play.

The team's success was a source of immense pride for Kiwis and has been credited with helping develop a distinct national identity, at a time when New Zealand was still a far-flung British colony.

"The 1905 tour stands as one of the nation's defining moments, as the country isolated in the South Pacific asserted itself on the world stage, proving they were about more than simply frozen lamb," British sports historian Tom Weir wrote.

There was little hype when the steamship Rimutaka departed Wellington in July 1905 carrying a cargo of frozen mutton and about 100 passengers, including 27 rugby players.

The New Zealanders were tipped to struggle against their more fancied opponents but vice-captain Billy Stead detailed in his diary how they spent the six-week voyage undergoing rigorous training and discussing tactics.

The preparation paid dividends immediately when they thrashed Devon 55-4 in their opening fixture, generating ever-increasing interest as the lopsided scorelines continued.

"With their new formations and a refreshingly open, running style in which forwards handled as skilfully as backs, they captured the imaginations of those who saw them play," the late historian Adrienne Simpson wrote.

Legend has it that the moniker All Blacks was coined when an admiring journalist wrote the ball-handling team played like they were "all backs" and a typographical error saw an extra "L" added into his copy.

But the New Zealand Rugby Museum rejects the explanation pointing to a contemporary newspaper report that said All Blacks was a reference to "their sable and unrelieved costume".

After the tourists accounted for Scotland and Ireland, a crowd of up to 70,000 watched them defeat England 15-0 at Crystal Palace.

The referee's whistle from that match, known as the Gil Evans whistle after the Welsh official, has since been used in the opening game of all nine Rugby World Cup tournaments.

The Test against Wales played in front of 47,000 in Cardiff is still considered one of the great matches.

The 3-0 defeat was the All Blacks' only loss on tour, although New Zealanders still argue Bob Deans scored a legitimate try that was incorrectly disallowed.

The match is so revered by rugby aficionados that the jersey worn by All Blacks captain Dave Gallaher sold for a then-world record 180,000 pounds in 2015.

An unheralded group of New Zealand rugby players set sail led by Dave Gallaher on a legacy-defining world tour in 1905, which saw them win 34 of 35 games across Europe and the United States. The jersey that the captain wore during the only loss against Wales 115 years ago sold at auction for 180,000 pounds while the whistle from a game against England has been used in the opening match of every Rugby World Cup. PHOTO: COLLECTED

After a Test win over France, the tour wrapped up with two matches in USA before the team was given a hero's welcome in Auckland in March 1906.

The All Blacks remain pacesetters in the modern era, winning three World Cups and enjoying a Test win rate approaching 80 percent.

Simpson said the appeal of the 1905 "Originals" was that they were "a group of ordinary blokes -- miners, farriers, farmers, bootmakers and bank clerks".

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা স্বাস্থ্য ও প ঃ পঃ কর্মকর্তার কার্যালয়
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

"দরপত্র বিজ্ঞপ্তি"

স্মারক নং ঃ- উস্বাওপপক/পটি(এম এস আর-১৯-২০ টেন্ডার২০২০/ ১৯১৬ তারিখঃ৩০/০৪/২০২০ইং।

পটিয়া ,উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও এর আওতাধীন ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, চট্টগ্রাম সমূহের ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ আর্থিক সনের এম এস আর সামগ্রী ক্রয়ের নিমিত্তে গণখাতে সংগ্রহ আইন/ বিধিমালা ২০০৬,২০০৮ ও ২০০৯ তৎপরবর্তী সংশোধিত বিধিবিধান মতে নিম্নোক্ত ছক মোতাবেক গ্রুপ ভিত্তিক পৃথক পৃথক ভাবে বাংলাদেশের প্রকৃত ব্যবসায়ী /ডিলার ফার্ম/সরবরাহকারীদের নিকট হইতে নির্ধারিত সিডিউলের মাধ্যমে সীলগালাযুক্ত দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে।

১	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ঃ	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
২	বাজেট বা তহবিলের উৎস	ঃ	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বরাদ্দকৃত রাজস্ব/অস্থায়ী রাজস্ব/উন্নয়ন খাতের বরাদ্দকৃত অর্থ
৩	সংগ্রহ সংস্থা	ঃ	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তা, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
৪	দরপত্র ক্রয়/ সংগ্রহের পদ্ধতি	ঃ	উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে দরপত্রের দলিলের সহিত সংযুক্ত আরোপিত শর্তাবলী অনুসরন মতে
৫	দরপত্রের প্যাকেজের নাম/ দরপত্রের ধরণ	ঃ	এম এস আর সামগ্রী (গ্রুপ ভিত্তিক)।
৬	দরপত্র দাতার যোগ্যতা	ঃ	দরপত্র দলিলে সংযুক্ত শর্তাবলী মতে।
৭	কার্যসম্পাদন জামানত	ঃ	কার্যাদেশ প্রাপ্তির মোট টাকার অংকের উপর ১০% হিসাবে (গ্রুপ ভিত্তিক ফেরতযোগ্য) বাংলাদেশের তফসিল ভুক্ত যে কোন ব্যাংকের শাখা হতে ব্যাংক ড্রাফ / পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।
৮	দরপত্র বিক্রয়ের স্থান	ঃ	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তার কার্যালয়, পটিয়া, চট্টগ্রাম। (সকাল ৯ট- দুপুর ২.৩০ মিনিট পর্যন্ত।
৯	দরপত্রের সিডিউল বিক্রয়ের তারিখ ও সময়	ঃ	দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশের পর হইতে ১৭/৫/২০২০ ইং পর্যন্ত(অফিস চলাকালীন সময়ে ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিন দুপুর ২.৩০মি পর্যন্ত।
১০	দরপত্র সিডিউল জমা /দাখিলের স্থান	ঃ	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তার কার্যালয়, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
১১	দরপত্র জামানতে/ বায়নার টাকার পরিমাণ দরপত্র দলিল গ্রহনের তারিখ ও সময়	ঃ	নিম্ন বর্ণিত ছক অনুযায়ী
১২	দরপত্র খোলার স্থান	ঃ	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তার কার্যালয়, পটিয়া, চট্টগ্রাম (সংশ্লিষ্ট দরপত্র দাতাদের সামনে যদি কেহ উপস্থিত থাকেন)
১৩	এম এস আর সামগ্রী ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী	ঃ	ঔষধপত্র এমআরপি/নিম্ন দরে এবং অন্যান্য সামগ্রী বাজার দর/ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হইতে সর্বশেষ প্রকাশিত এস আর দর অনুযায়ী

এম এস আর সামগ্রী ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী ঃ নিম্নোক্ত ঃ ছক মোতাবেক

গ্রুপ নং	এম এস আর দরপত্রের গ্রুপ সমুহের নাম/ বিবরণ	দরপত্র তফসিলের মূল্য (অফেরতযোগ্য)	দরপত্র জামানত সরকারী বিধিমোতাবেক (ফেরতযোগ্য)	দরপত্র তফসিল বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময়	দরপত্র তফসিল দাখিলের তারিখ ও সময়	দরপত্র তফসিল খোলার তারিখ ও সময়	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ ও সময়
১	ঔষধপত্র (ইডিসিএল বর্হিভুক্ত)	৭৫০/- টাকা	৭০,০০০/- টাকা	১৭/৫/২০২০	১৯/৫/২০২০ বেলা ১২.০০ ঘটিকায়	১৯/৫/২০২০ দুপুর ১.০০ টায়	
২	এম এস আর যন্ত্রপাতি(মেডিকেল)	৭৫০/- টাকা	৩,০০০/- টাকা				
৩	কেমিক্যাল রি-এজেন্ট (এক্স-রে ফিল্ম ও ইসিজি পেপার সহ)	৪০০/- টাকা	৭,০০০/- টাকা				
৪	আসবাব পত্র ও কিচেন সামগ্রী	৪০০/- টাকা	৭,০০০/- টাকা				
৫	লিনেন সামগ্রী	৭৫০/- টাকা	১৫,০০০/- টাকা				
৬	গজ, ব্যান্ডেজ, তুলা	৭৫০/- টাকা	১৫,০০০/- টাকা				

১৫। নির্দেশিকা ঃ দরপত্রের শর্তাবলী সম্বলিত সিডিউল ৭৫০/- এবং প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে ৪০০/-টাকা রোড নং ১-২৭১১-০০০০-২৩৬৬ মূলে চালানের মাধ্যমে স্থানীয় সোনালী ব্যাংক, পটিয়া, চট্টগ্রাম শাখায় জমা প্রদান করত চালানের মূলকপি জমাদান পূর্বক দরপত্র সিডিউল ক্রয় করিতে হইবে। তবে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/ কর্তৃক ট্রেজারী চালানের মূল কপি যাচাইকালে ভূয়া / ত্রুটিযুক্ত প্রমাণিত হইলে সাথে সাথে ঐ দরপত্র বাতিল হিসাবে গণ্য হইবে এবং তাহার /তাহাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

১৬। বিশেষ নির্দেশিকা ঃ কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেখে যে কোন অথবা সকল দরপত্র গ্রহন বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষন করেন। অনিবার্য কারণ বশত অত্র নোটিসে উল্লেখিত দরপত্র বক্স খোলার নির্দিষ্ট তারিখে সম্পন্ন না হইলে পরবর্তী কর্মদিবসে যথাক্রমে দরপত্র খোলার গ্রহনযোগ্য তারিখ বলিয়া বিবেচিত হইবে। তবে সময় ও স্থান অপরিবর্তিত থাকিবে।

১৭। কেবলমাত্র অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এম এস আর প্রস্তুতকারী /সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি দরপত্রে অংশগ্রহন করিবেন।

১৮। গণখাতে সংগ্রহ আইন/বিধিমালা-২০০৬, ২০০৮, ২০০৯ তৎপরবর্তী সংশোধিত বিধিবিধান এবং দরপত্র সিডিউলের সহিত সরবরাহকৃত/আরোপিত শর্তাবলী/ অন্যান্য নির্দেশিকা/ বিশেষ নির্দেশিকা/অবশ্যই যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে। তবে আরোপিত শর্তাবলী মোতাবেক দরপত্র দাখিল করা না হইলে তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

১৯। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় হইতে ব্যয় মঞ্জুরী সাপেক্ষে বিল পরিশোধ করা হইবে এবং প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে নির্ধারিত ভ্যাট ও টেক্স কর্তন করা হইবে।

২০। সরবরাহকৃত সামগ্রীতে সরকারী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য নহে শুধুমাত্র ঔষধ সামগ্রীর ক্ষেত্রে লাল সবুজ মোড়কে এবং সরকারী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য নহে লেখা সহ কোয়ালিটি ইন্স্যুরেন্স সার্টিফিকেট/ সার্টিফিকেট অব এ্যানালাইসিস সার্টিফিকেট অবশ্যই দাখিল করতে হইবে।

২১। সরবরাহকৃত ঔষধ ও রি-এজেন্ট সমূহের মেয়াদ সরবরাহের তারিখ হইতে কমপক্ষে দুই বৎসর মেয়াদ থাকিতে হইবে।

২২। দরপত্র আহবানকারী অফিস এর হিসাব শাখা হইতে বিস্তারিত জানা যাইবে(সরকারী ছুটির দিন ব্যতীত অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত।

২৩। ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ চাহিদা অনুসারে কার্যাদেশ প্রদান করিবেন এবং চাহিদার অতিরিক্ত কোন প্রকার মালামাল (ঔষধসহ) ক্রয় করিতে বাধ্য নহে এবং সকল মালামাল একত্রে ক্রয় করিতে ও বাধ্য নয়। গ্রুপ ভিত্তিক বিজয়ী দরদাতাগনকে বিভিন্ন মেয়াদে মালামাল/ঔষধ সরবরাহ করার কার্যাদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

২৪। দরপত্রের জামানতের টাকা বাংলাদেশের যে কোন তফসিলি ব্যাংক হইতে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে দরপত্র দাখিলের তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া দরপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে। উক্ত তারিখের পূর্বের তারিখে ইস্যুকৃত কোন ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডার গ্রহনযোগ্য হইবে না।

(ডাঃ মোহাম্মদ জাবেদ)
উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প.কর্মকর্তা
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

GD-791

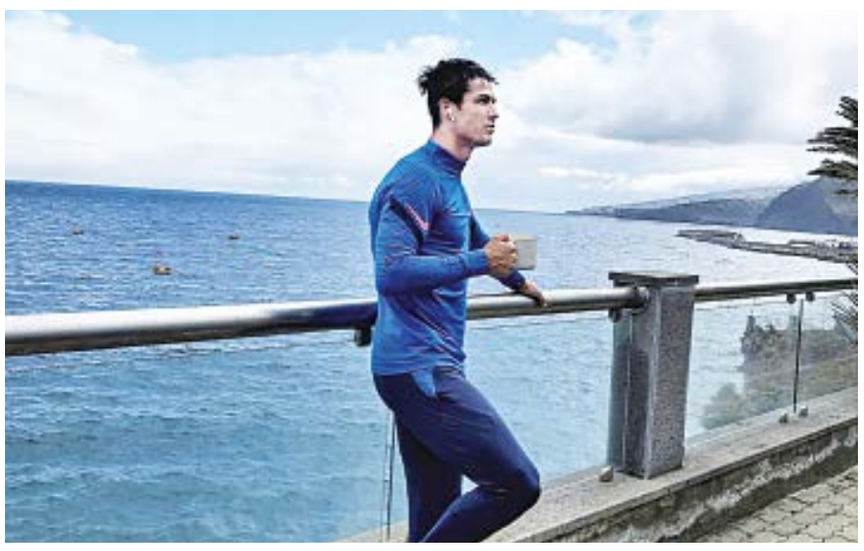

Although Juventus recalled their players for training, Cristiano Ronaldo was delayed by restrictions on his private jet taking flight, giving him time to get one last drink. PHOTO: INSTAGRAM

'Crowds a hurdle for T20 WC'

AGENCIES

Hope continues to build regarding the possibility of staging this year's T20 World Cup in Australia, with administrators to decide whether a crowd-less tournament is worthwhile.

"I'd love to see an Australia-India Test series this summer and I'd really like to be able to see the World Cup go ahead. The issue is not so much the teams, it's going to be the crowds," federal sports minister Richard Colbeck told SEN on Monday.